ইত্তেফাক

তারিখ 15 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সেশন জটে বয়স পার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন হয় না

■ নিজামুল হক

দায়িত্ব সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি প্রশাসনিক ও একাডেমিক অব্যবস্থাপনায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীর দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। সময়মতো ভর্তি-ক্লাস পরীক্ষা না হওয়া, খাতা বিতরণ ও মূল্যায়নে বিলম্ব ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতায় সেশন জট আজ নিত্যসঙ্গী। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করতেই শিক্ষার্থীর বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। চাকরির প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ তাদের হাতে আর থাকছে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দুই হাজার। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শিক্ষার উপকরণ, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অবকাঠামো। বহু কষ্টে সময়মতো পাঠ শেষ করলেও যথাসময়ে পরীক্ষা হচ্ছে না। এমনকি যথাসময়ে ফল প্রকাশ করতেও পারছে না এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেশন জট। আর এ কারণে শিক্ষার্থীরা যেমন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন; তেমনি তাদের জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই জাতীয় অপচয় ও ক্ষতির দায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন আসিক। ২০১২ সালে এসে এখনো মাস্টার্স শেষ করতে পারেননি তিনি। ইতিমধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী পরীক্ষাও শেষ করেছে। এখন অপেক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত ফাইনাল পরীক্ষার। কিন্তু কবে নাগাদ পরীক্ষা শুরু হবে, কবে শেষ হবে তা জানেন না আসিকের মতো সকলেই। আবার পরীক্ষার ফল পাওয়ার জন্য ৫/৬ মাস অপেক্ষা করতে হবে। ২০১৩ সালের জুন-জুলাইয়েও ফল পাওয়া যাবে কিনা, এ নিয়েও সংশয় তাদের। এ কারণে তারা আতংকে রয়েছেন। এমতাবস্থায় পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ বাড়ছে। লেখাপড়া শেষ না হওয়ার কারণে চাকরির প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিতে পারছেন না তারা।

আরিফুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী সরকারি তিতুমীর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে। তিনি জানান, চার বছরের অনার্সসহ মাস্টার্স কোর্স সমাপ্ত করতে সময় লেগেছে সাড়ে ৮ বছর। এ হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র।

রাজধানীর মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি ভর্তি হয়েছেন ইমু। তিনি জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা কবে হবে তা এখনো জানি না। তিনি জানান, ইতিমধ্যে প্রায় দেড় বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পরীক্ষার কোন খবর নেই। পরবর্তী ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ক্লাসও শুরু করেছে। পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ এ বছরের মধ্যে হবে কীনা তা বলতে পারছি না। জানা গেছে, শিক্ষার্থী ভর্তিতেই এক বছর

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

সেশন জটে বয়স পার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পিছিয়ে আছে এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। গত বছর যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের ভর্তি শেষ হয়ে মাত্র ক্লাস শুরু হয়েছে। এছাড়া ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার্থীদের এখনো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান বলেন, বাস্তব কারণেই এক বছর পরে শিক্ষার্থী ভর্তি ও ক্লাস শুরু হয়। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্সে ভর্তি শুরু হয়। আবার এর পর শুরু হয় ডিগ্রি (পাস) কোর্সে ভর্তি। এ কারণেই শুরুতেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এক বছর পিছিয়ে থাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষরা জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একাডেমিক ক্যালেন্ডার নেই। এ কারণেই পরীক্ষা সম্পর্কে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কোন আগাম তথ্য পান না। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার আছে। তবে যৌক্তিক কারণে একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এ প্রতিনিধিকে জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকরির বয়স থাকে দুই থেকে আড়াই বছর বা তারচেয়ে আরো কম। হিসাব অনুযায়ী ৪ বছরে অনার্স এবং ১ বছরের মাস্টার্স-এর মোট পাঁচ বছর সময় বরাদ্দ; কিন্তু বাস্তবে সময় লাগে ৮ থেকে ৯ বছর। সেশন জটের কারণে বিসিএস পরীক্ষার কোন সুযোগই কাজে লাগাতে পারছে না তারা। কবে পরীক্ষা হবে এর কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় পড়াশোনার প্রতিও ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ থাকে না। ফলে ফল পাচ্ছে না তারা। একই সময় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্ররা অনেক আগেই পাস করে বের হয়ে চাকরি করছে। অন্যদিকে এখনো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সেশন জটের কারণে পড়াশোনা শেষ করতে পারছে না। ফলে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের পারিবারিক চাপও বাড়ছে।

পরীক্ষার খাতা বিতরণ, মূল্যায়ন এবং সময়মতো জমা দেয়ায় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বয়হীনতা। যে শিক্ষকরা খাতা দেখেন তারা এই খাতা দেখাকে বাড়তি কাজ বলে মনে করেন এবং খাতা জমা দিতেও দেরি করেন। সংশ্লিষ্ট এক শিক্ষক বলেন, শিক্ষকরা পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করলেও সময়মতো সম্মানী পান না। এ কারণে তারা ইচ্ছা করে খাতা দেখতে বিলম্ব করেন। এছাড়া ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেন। তারা সময়মতো পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে বিলম্ব করেন। এ কারণে ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিবার এইচএসসিতে ১০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এসব খাতা মূল্যায়ন শেষে ফল প্রকাশ হয় ২ মাসের মধ্যে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কমসংখ্যক পরীক্ষার্থীর খাতা মূল্যায়নে ৫/৬ মাস প্রয়োজন হবে কেন?

এ বিষয়ে পরীক্ষা শাখার উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা তিনবার মূল্যায়ন হয়। এ কারণে সময় একটু বেশি লাগে।

খাতা মূল্যায়নের বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এমন শিক্ষকও রয়েছেন যারা ৫/৬ মাসেও খাতা মূল্যায়ন শেষে জমা দেন না। আমরা তাদের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভবিষ্যতে আরো সেশন জটের আশংকা রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারি চাকরিচ্যুত হয়েছেন।

পরীক্ষা শাখার এক কর্মকর্তা বলেন, আগে পরীক্ষা শাখায় ৫২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি ছিলেন। কিন্তু এখন রয়েছেন ১৮৭ জন। গত বছর পার্ট-৪ ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ৪২ জন। এবার একই কাজ করতে হয়েছে ১৬ জনকে। স্বাভাবিকভাবে কাজের চাপ বেড়েছে এবং বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। তবে ছুটির দিনেই পরীক্ষা শাখা অতিরিক্ত কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।